দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 30 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

# বদলে গেছে দরিদ্র শিক্ষার্থীর জীবন

এম এইচ রবিন

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তির পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ায় বদলে গেছে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জীবনমান। খরচের অভাবে যার লেখাপড়া অনিশ্চিত, তারাই হচ্ছে সুবর্ণজয়ী। পরীক্ষামূলক দশ উপজেলায় সাফল্যের পর এবার প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ছে আরও ত্রিশ উপজেলায়। উচ্চমাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা এমন তথ্য জানিয়েছেন।

**উপবৃত্তির সঙ্গে কারিগরি প্রশিক্ষণ**

জানা গেছে, শুধু দরিদ্র শিক্ষার্থী নয়, প্রতিবন্ধী, এতিম, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনি, নদীভাঙনকবলিত এবং দুস্থ পরিবারের সন্তানদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া হয় উপবৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে। চলতি শিক্ষাবর্ষেও ৬ লাখ ২ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হবে।

প্রকল্পের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাসিক উপবৃত্তি বিতরণ ছাড়াও পরীক্ষামূলকভাবে দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া ১০টি উপজেলার ২০০ শিক্ষার্থীকে বাড়তি আয়ের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে শতভাগ সফলতা এসেছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে সবাই এখন বাড়তি আয় করছে। পরিবারেও সচ্ছলতা এসেছে। তিনি বলেন, উপবৃত্তির টাকা পেয়ে অনেক শিক্ষার্থী খরচ করে ফেলে। এই টাকা যেন কাজে লাগাতে পারে সে জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়তি আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি আয় করে নিজের ও পরিবারের খরচ চালাতে পারে সে কারণেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের সেলিনাবাদ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

## বদলে গেছে দরিদ্র শিক্ষার্থীর জীবন

(৩ এর পৃষ্ঠার পর)

মো. তামিম মিয়া নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, তিন মাসের মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মোবাইল মেরামতের সামগ্রী কেনার টাকাও দেওয়া হয়। কলেজ থেকে এসে প্রতিদিন বিকালে দুই ঘণ্টা কাজ করি। মাসে ছয় হাজার টাকা আয় করি। এই টাকা দিয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে সংসারও চালাই। তিনি বলেন, আমার বাবার কোনো আয় নেই। এই প্রশিক্ষণ না পেলে লেখাপড়া করা সম্ভব হতো না।

খালিয়াজুড়ী উপজেলার কৃষ্ণপুর হাজী আলী আকবর ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রেমি আক্তার জানান, বাবা কৃষি শ্রমিক হওয়ায় পরিবারের খরচ চালানোই কষ্টকর ছিল। রেমি আক্তার বলেন, আমাকে টেইলারিং ট্রেনিং দেওয়ার পর সেলাইমেশিন দিয়েছে। মেশিন দিয়ে এখন কাজ করি। প্রতি মাসে গড়ে তিন হাজার টাকা আয় করি। আমার প্রাইভেটের খরচ চালাতে পারি। নিজের টাকায় বইপত্র কিনেছি। এখন বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে হয় না। উল্টো সংসারে সাহায্য করি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি ও বাড়তি আয়ের প্রশিক্ষণ পেয়ে এ শিক্ষার্থীর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে।

কৃষ্ণপুর হাজী আলী আকবর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ আমাদের সময়কে বলেন, আমার কলেজের ১১ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ছাড়াও বাড়তি আয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এখন পড়াশোনার সঙ্গে বাড়তি আয় করছে। তারা নিজেদের আয় দিয়েই উচ্চশিক্ষা শেষ করতে পারবেন। এ উদ্যোগটি না নিয়ে ওদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। অন্য উপজেলায়ও এ ধরনের কর্মসূচি চালু করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) শ্যামা প্রসাদ বেপারি আমাদের সময়কে বলেন, উপবৃত্তি বিতরণের সঙ্গে বাড়তি আয়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ায় শুধু শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হয়নি। তাদের পরিবারেও হাসি ফুটেছে।